বিআর৪

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বিআর৪ একটি আমন ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইআর২০ এবং আইআর৫-১১৪-৩-১ -এর মধ্যে সঙ্করায়ণ করে ১৯৭৫ সালে বিআর৪ উদ্ভাবন করেছে। জাতটির জনপ্রিয় নাম ব্রিশাইল।

বিআর৪

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি আলোক সংবেদনশীল জাত।
- বিআর৪-এর উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার ।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জীবনকাল

জীবনকাল ১৪৫ দিন। তবে আলোক-সংবেদনশীল বিধায় এর প্রকৃত জীবনকাল বপন ও রোপণের সময়ের উপরই নির্ভরশীল।

ফলন

এর ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন।

১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগিতায় বিআর৪ প্রথম স্থান অধিকার করে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন :** ১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৪ জুলাই)

২. **চারার বয়স :** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণের সময় :** বিআর৪-এর বীজ বপনের সবচাইতে ভাল সময় হলো আষাঢ় মাস। এসময় বীজ বপন করলে শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায় এবং কার্তিকের ২য়-৩য় সপ্তাহ নাগাদ ফুল ফোটে।

৪. **চারা রোপণ্ :** গোছা প্রতি ২-৩ টি সুস্থ চারা রোপণ করতে হবে।

৫. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫ x ১৫ সেন্টিমিটার।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৬.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
২৪	১৩	৯	৮	১.৫

৬.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, চারা রোপণের ২০-২৫ এবং ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা উত্তম।

৭. **আগাছা দমন :** রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা আবশ্যক।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৯. **রোগবালাই দমন :** বিআর৪ পাতাপোড়া রোগ মধ্যম প্রতিরোধশীল। কীটপতঙ্গ ও বালাই দমনে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১০. **ফসল কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৪-৩০ নভেম্বর)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd